[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হকসহ গাংনী পৌর এলাকার মালসাদহ গ্রামের আবাদি সবজি জমিতে ইটভাটা নির্মান করে অবৈধ ভাবে কয়লার বদলে পোড়াচ্ছে কাঠ। ইটভাটা স্থপান করার ফলে রাস্তার পার্শের অনেক গাছ গাছালি মারা গেছে।
গাংনী থানা হয়ে ধানখোলা রোডে রাস্তার পার্শ্বে রাস্তা দখল করে গড়ে তুলেছে ইটভাটা। ফলে যেকোন মুহুর্তে ঘটতে পরে দুর্ঘটনা। ইটভাটায় চালিত ইট বহনকারি ট্রলিগুলির চালকরা হচ্ছেন বেশিরভাগই অপ্রাপ্ত বয়স্কো। এসকল ইট বহনকারি ট্রলি বিভিন্ন সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ইট বহনারি ট্রলির চাপায় শিশুসহ অনেকেই নিহত হওয়ায় ঘটনাও অনেক বেশি।

আর এ সকল ইটভাটায় প্রতিদিন জ্বালানী কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। আর এসব কাঠের উৎস সংরক্ষিত বা গৃহস্থালীর বাগান। ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রোগবালাই। এতে পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে,তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি। ইটভাটার আশপাশের আবাদি জমির মালিকরা ফসল ফলাতে পারছেন না তাদের জমিতে।

সচেতন মহলের অভিযোগ, যেখানে সেখানে ইটভাটা তৈরী হওয়ায় আবাদী জমিগুলো নষ্ট হচ্ছে। একটি ইটভাটা তৈরী করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়ফুট মাটি কেটে ইট তৈরী করে।এতে ফসলী জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ইটভাটার নির্গত কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ও আবাদি জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে।কোন ইটভাটায় অনুমতিপত্রের শর্তানুযায়ী এক টুকরা কয়লা ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় কাঠ। বিশেষ করে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ ছাড়াও বাঁশের মোথা ব্যবহারের ফলে বাঁশঝাড় উজাড় হচ্ছে।

সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে এসকল ইটভাটায় কয়লার বদলে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রশাসনের লোকজন জরিমানা আদায় করলেও ইটভাটা বন্ধ করেনা। ফলে প্রভাবশালীরা প্রতি বছর নতুন নতুন ইটভাটা তৈরী করছে।

গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক জানান, সরকারী ভাবে কাঠ পোড়ানো নিষেধ রয়েছে তার পরেও আমরা কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করছি। পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন মিলে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে সবজায়গায় অনিয়মের মাধ্যমে কাজ চলছে ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সু-প্রভা রানী জানান, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোঁয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়। অনতি বিলম্বে পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরী।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, ইটভাটায় করাত কল স্থাপন করা হয়েছে এমন তথ্য আমার কাছে নেই। তাছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কয়েকদিন আগে মেহেরপুর সদরে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেছে। গাংনীতেও পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান হবে।

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়ায় মাটি কেটে বিক্রয় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাটি বিক্রির দায়ে একব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় অবৈধ মাটি উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে গড়চাপড়া গ্রামের মৃত আফজাল বিশ্বাসের ছেলে রফিকুল ইসলামকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, এভাবে ট্রাকে করে মাটি পরিবহনের ফলে গ্রামীণ রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তাদের চরম দুরবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা মনে করেন।

কোটচাঁদপুর কপোতাক্ষ নদে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

কোটচাঁদপুরে কপোতাক্ষ নদে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চাইনা দুয়াড়ি পেতে মাছ ধরার অপরাধে দুয়াড়ি জব্দ করে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের বলাবাড়িয় বাগডঙ্গা এলাকায় এ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। নিষিদ্ধ চাইনা দুয়াড়ি পেতে মাছ শিকার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে কপোতাক্ষ নদে অভিযান চালান। এ সময় তিনি ১৪ টি চায়না নিশিদ্ধ দুয়াড়ি জব্দ করেন। পরে তা ওই নদের তীরেই আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

দুয়াড়ি ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার,কোটচাঁদপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক নাজিবুল হক সহ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুরে রঙ্গিন ফুল কপির চাষ করে লাভবান কলেজ ছাত্র

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মুস্তাক হোসেন (২৫) । তিনি পড়াশোনা পাশাপাশি একজন সফল কৃষকও। রবি মৌসুম এলেই তিনি চিন্তা করেন বিরল জাতীয় কিছু চাষাবাদ করার। এ বছর নিজের জমিতে ২ হাজার রঙ্গিন ফুল কপি চাষ করে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার জমিতে হলুদ, বেগুনি ও সবুজ রংয়ের ফুলকপি দেখতে প্রতিদিনই মানুষ আসছেন। তাদের কেউ ফুলকপি কিনছেন, কেউ চাষের বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন।

রং বেরংয়ের ফুল কপি চাষ করে অনেক টাকা লাভবান হবেন বলে আশাবাদী কলেজ পড়ুয়া ছাত্র মুস্তাক হোসেন। রঙ্গিন কপি ভ্যালেনটিনা ও ক্যারোটিনা চাষাবাদে লাভবান হওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন এখানকার কৃষকরা। রঙিন ফুলকপি চাষ এটা যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্পসারন প্রকল্প ও নিরাপদ উচ্চমূল্য সজীব উৎপাদন উপজেলা কৃষি অফিসের প্রদর্শনী বলছেন কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির।

কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের শীবনগর গ্রামের মৃত আব্দুস সেলিম হোসেনের ছোট ছেলে মুস্তাক হোসেন তার ২০ শতক জমিতে এই প্রথম আবাদ করেছেন হলুদ, বেগুনী ও সবুজ রংয়ের ফুলকপি। ফলন আসা পর্যন্ত খরচ হয়েছে তার মাত্র ১৫ হাজার টাকা। চারা রোপনের ৮০ দিনের মাথায় বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠেছে রঙ্গিন এ ফুলকপি। এ কৃষক এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার টাকার ফুলকপি বিক্রি করেছেন। যে পরিমান ফুলকপি জমিতে রয়েছে সেগুলো বিক্রি করতে পারবে প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকার মত। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তার আয় হবে ৬৫ হাজার টাকা। এই কপি চাষে রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার না করায় এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এলাকাতে নতুন ফসল হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এটার চাহিদা অনেক বেশি। এলাকার মানুষ আগ্রহী হয়ে ভালো দাম দিয়ে খেত থেকেই এই ফুলকপি কিনে নিচ্ছেন। বাজারে নেওয়া মাত্রই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এসব রঙিন ফুলকপি। একেকটি ফুলকপি ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে এখানকার অনেক কৃষক অন্যান্য সবজির পাশাপাশি বাহারী রংয়ের ফুলকপি চাষ করবেন বলে ইচ্ছা পোষন করছেন। রঙ্গিন ফুল কপির বীজ পাওয়াটা সহজলভ্য হলে আগামীতে এর চাষাবাদা আরো বৃদ্ধি পাবে।

উপজেলা কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির বলেন, মুস্তাক হোসেন একজন ছাত্র হয়েও তার নিজের জমিতে সব সময় উন্নত জাতের কিছু একটা সবজি চাষ করে থাকেন। গত বছর এ জমিতেই বিভিন্ন সজীব চাষ করে লাভবান হয়েছেন। এ বছরও তিনি প্রথম বারের মত আবাদ করেছেন হলুদ আর বেগুনী ও সবুজ রংয়ের ফুল কপি। ফুল কপির চারা,সার,কীটনাশক সহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে কৃষি অফিস। অন্যান্য ফুল কপির তুলনায় এগুলো কালার ফুল হওয়াতে মানুষের কাছে এটা খুব আকর্ষনী এবং বাজারে এর চাহিদাও খুব বেশি। এ ফুলকপি পুষ্টিগুন মানসম্মত হওয়ায় এখানকার কৃষকরা ফুলকপি চাষাবাদে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠছে। আমরা আশা করছি আগামী রবি মৌশুমে এর আবাদ আরো বৃদ্ধি পাবে। হলুদ,সবুজ ও বেগুনী রংয়ের এ ফুলকপিতে ভিটামিন আর ফলিগ এসিড থাকার কারণে এন্টি অক্সিজেনেরও কাজ করে শরীরে এবং এটা খুব পুষ্টিগুন

সমৃদ্ধ। যার কারণে এর চাহিদা বেশি। সকল প্রকার চাষিদের সার,বীজ সহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে নিয়মিত সহায়তা করছে কৃষি অফিস।

দামুড়হুদায় শত্রুতাকরে জমির ধান বিনষ্ট করার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে খালের ধারে বোরিং মাঠে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তিন বিঘা জমির বোরো মৌসুমের ইরিধান মই দিয়ে ও হাত দিয়ে উপড়ে ফেলে বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে।

জমির মালিক কানাইডাঙ্গা গ্রামের পূর্বপাড়ার মৃত: ইলাহী মন্ডলের ছেলে হায়াত আলী জানান তিন বিঘা আমাদের শরিকানা জমি। আমি সহ আমাদের গোষ্ঠির লোকজনের কানাইডাঙ্গা ৩৬ নং মৌজার ২৯২ খতিয়ানে ২০১ ও ২৯৭ দাগে আমাদের পৈত্রিক সুত্রে তিন বিঘা জমি আমরা দীর্ঘবছর থেকে ভোগদখল করে চাষাবাদ করে আসছি। জমিটির সিএস,এস এ,আর এস সব রেকর্ড আমাদের নামে। গতকাল শুক্রবার রাতে কানাইডাঙ্গা গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে সিদ্দিক ও করিম পালের ছেলে কামরুল মিলে আমাদের জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে পুরো ধান মই দিয়ে বিনষ্ট করেছে।

আজ শনিবার সকালে জমিতে গিয়ে দেখেন পুরো জমির ধান উপড়ে কাদায় পুঁতে ফেলেছে। এতে করে আমাদের প্রায় ৮০ হাজার টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। দশ দিন আগে লাগানো ধান এভাবে ক্ষতি করায় তারা মাঠে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা বলেন সিদ্দিকদের সাথে দীর্ঘবছর ধরে আমাদের জমি নিয়ে মামলা চলে আসছে তাই তারা এ ক্ষতি সাধিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে কামরুলের সাথে কথা বললে তিনি জানান জমিটি নিয়ে মামলা চলছে। আমরা উভয়পক্ষ কয়েকবার মিলে থানাতেও বসেছি। তাও সমাধান আসেনি। তাই আমরা বলেছি জমির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জমিতে যাওয়া যাবেনা। তাদের ধান লাগাতেও বারন করি। তারা বারন না শুনে ধান লাগানোই আমরা গিয়ে ধান গাছ তুলে দিয়েছি। এ বিষয়ে হায়াত আলী

গং বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে মামলার প্রস্ততি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

গাংনীতে পিএসকেএসের দুই দিন ব্যাপি অনাবাসিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পিএসকেএস খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫ জন খামারি নিয়ে ব্যায় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিফ ক্যাটল ফ্যাটেনিং এর উপর দুই দিন ব্যাপি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে গরু মোটাতাজা করণের উপকারিতা, কিভাবে অল্প খরচে গরু মোটাতাজা করা যায়, গরু মোটাতাজা করণের জন্য গরু সুষম খাদ্য ব্যাবস্তাপনা কিভাবে করতে হয়, গরু মোটাতাজা করণের চ্যালেঞ্জ সমূহ সহ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে খামারিদের অবহিত করা হয়।

এছাড়াও গবাদিপশু পালেনের উপকারিতা, এর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ (এফএমডি, তড়কা, এলএসডি) ও তার প্রতিকার, নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানের উপকারিতা, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যাবহার রোধ, এফএমডি, তড়কা রোগের ভ্যাকসিন প্রদানের উপকারিতা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে খামারিদের হাতে কলমে কিভাবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরী করতে হয় তা শেখানো হয়।

এসময় খামারিদের সংস্থার চলমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা হয়।

এসময় উপস্থিত সফল খামারী মোছাঃ জামেনা খাতুন নামে একজন খামারি জানান তিনি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতি থেকে

ব্যায় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিফ ক্যাটল ফ্যাটেনিং এর উপর একটি প্রদর্শনী পেয়েছেন। এর দ্বারা ব্যায় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজা করণের পাশাপাশি কেঁচো সার উৎপাদনের মাধ্যমে আগের থেকে অধিক লাভবান হচ্ছেন বলে তিনি জানান।

উক্ত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এই প্রশিক্ষণ আয়োজনে আর্থিক ভাবে সহোযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

আলমডাঙ্গায় জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়; দু’জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে ২ জনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কেদারনগর মাঠে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামে মাঠে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিত্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় মাটি বিক্রি ও বহন করার দায়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিযন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ৮৯ (২)ধারায় মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়া গাড়ির চালক শিশির ও

সাকিবকে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতায় ছিলেন থানা পুলিশের একটি টিম।

হরিনাকুণ্ডুতে সকল ব্যাংকের আয়োজনে কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডুতে সকল সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের আয়োজনে কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯জানুয়ারি) বেলা এগারোটায় উপজেলা কৃষি অফিস মিলনায়তনে জনতা ব্যাংক পিএলসি হরিনাকুণ্ডু শাখার ম্যানেজার আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আক্তার হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক পিএলসি এরিয়া অফিসের (এরিয়া ইনচার্জ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক আশরাফুজ্জামান। ঋণ বিতরন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অঞ্চলের উপপরিচালক মিজানুর রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসার শাহিন ইসলাম।

প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার হোসেন প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদী কৃষকদের পাশাপাশি শিক্ষিত তরুন কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। ঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তৃতায়, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে এই শ্লোগানের বাস্তব প্রতিপালন ঘটাতে কৃষকদের কল্যানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের তাগিদ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে তিনজন কৃষক প্রতিনিধি তাদের বক্তৃতায় মধ্যসত্ত্বভোগির

কোন তদবির এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ছাড়াই স্বল্পতম সময়ে ঋণ পেয়ে কৃষি খাতে সঠিক সময়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন বলে মত প্রকাশ করেন। উপজেলার আটটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার ৬০ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের ১৩টি শাখা প্রায় ৬০ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেন।

অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ জনতা ব্যাংক পিএলসি, সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক। প্রানবন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দ ছাড়াও, কৃষক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের ভূট্টা ক্ষেত কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঋণ-ধার করা অর্থ দিয়ে ৪০শতক জমিতে ভূট্টা আবাদ করেছিলেন কৃষক আজিজুল হক মুন্সী চান। আর কদিন পরেই ঘরে তুলবে ভূট্টা ঋণের টাকা পরিশোধ করবে বলে আশায় বুক বেধেছিল, সাথে সাথে আসবে সংসারের স্বচ্ছলতা। কিন্তু দূর্বৃত্তরা সেই ফসল রাতের আধারে কেটে নষ্ট করায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক।

ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জানুয়ারি দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের দোবিলা গ্রামে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দোবিলা গ্রামের নিরীহ কৃষক আজিজুল হক মুন্সী (চাঁন) এর ৬০ শতক জমির মধ্যে ৪০ শতক জমির ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আজিজুল হক বলেন, আমি বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন করে এই ভূট্টা চাষ করেছিলাম। মানুষের কি এমন ক্ষতি করেছি যে মাঝে মধ্যেই আমার উৎপাদিত ফসল বিনষ্ট করে। ইতি পূর্বে আমার বাড়ি নির্মাণের সময়ে তাঁরা আমাকে মারধর করেছে, এবার আবার রাতের আঁধারে তারা আমার চলতি মৌসুমে ৪০ শতক জমির ভূট্টা গাছ কেটে দিয়েছে। এতে আমার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন ঋণের দায়ে পথে বসে গেছি।

কৃষক চাঁন তার কষ্টার্জিত ভুট্টার ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়েন।

এলাকার বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন জানান, গ্রামের ফসল এভাবে যারা ক্ষতি করে তারা মানুষের আওতায় পড়ে না। গ্রামে একে অপরের মধ্যে শত্রুতা থাকতে পারে তারমানে এই নয় যে, কারো ফসল ক্ষতি করবো। আসলে এটা একটা দন্ডনীয় অপরাধ এদরকে চিহ্নিত কর আইনের আওতায় আনার দাবী জানায়।

ভায়না ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নজরুলল ইসলাম জানান, একজন চাষির ফসল এভাবে কেটে দেওয়ায় আমি হতবাক। তাছাড়া আমি এঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসলী জমি পরিদর্শন করে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার শাহীন ইসলাম।

এদিকে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন আজ (২৯ জানুয়ারি) সোমবার এব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে, অপরাধী যেই হোক খুব শিগ্রই সে আইনের আওতায় আসবে বলে জানান।

মেহেরপুরে স্কোয়াশ চাষে আর্থিক উন্নতি হয়েছে সব্জি চাষীদের

খেতে সুস্বাদু আর অল্প খরচে বেশি লাভ ও চাহিদা বেশী হওয়ায় স্কোয়াশ সবজি জাতীয় ফসলের আবাদে ঝুঁকছেন মেহেরপুর জেলার কৃষকরা। ইতোমধ্যে অনেকেই লাভবান হওয়ায় শিক্ষিত ও বেকার যুবকরা এটি আবাদে পরামর্শ নিচ্ছেন।কৃষি বিভগ বলছেন সম্ভাবনাময় এ অঞ্চলে নতুন জাতীয় সবজি স্কোয়াশ অনেক কৃষকের মাঝে সাড়া ফেলেছে। এব্যাপারে কৃষি

অফিস প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সবজি চাষি জিয়াউল হক। এক বিঘা জমিতে স্কোয়াশ আবাদ করেছেন। মেহেপুরের একটি বেসরকারি এনজিও সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে বিনামুল্যে পাওয়া স্কোয়াশ বীজ ও মালচিং পেপার ও পরামর্শ নিয়ে শুরু করেছিলেন সবজি জাতীয় ফসল স্কোয়াশ চাষ। চারা রোপনের তিন মাসের মধ্যে স্কোয়াশ বিক্রি শুরু করেন। ইতোমধ্যে তিনি পাইকারদের কাছে বিক্রি করছেন প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়। এক বিঘা জমিতে তিনি অর্ধ লক্ষ টাকার স্কোয়াশ বিক্রি করেছেন। এখন তিনি অর্ধ লক্ষ টাকার স্কোয়াশ বিক্রি করবেন বলে আশাবাদি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিন বার গাছ থেকে স্কোয়াশ বিক্রি করতে পারবেন। পানির ব্যবহার কমাতে এবং আগাছা ও রোগ বালাই থেকে গাছকে সুরক্ষা দিতে ব্যবহার করেছেন মালচিং পেপার। কীটনাশকের পরিবর্তে ফেরোমন ট্যাপ ও ইয়োলো স্টীট ব্যবহার করা হচ্ছে। যাতে কীটনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন করে ভোক্তা পর্যায়ে পৌছে দেয়া যায়। কীটনাশক মুক্ত থাকায় জিয়াউল হকের স্কোয়াশের বেচা বিক্রিও অনেক ভাল। শুধু জিয়াউল হকই নয়,তার দেখাদেখি কাজিপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন কৃষক স্কোয়াশ আবাদ করে লাভবান হয়েছেন। নতুন নতুন ফসল কৃষকদের মাঝে পৌছে দেয়া এবং কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা আয় করা যান এমন কাজটি করে চলেছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)’র কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে নতুন সব্জি হিসাবে তিনি স্কোয়াশের আবাদ শুরু করেছেন। সংস্থা বিনামূল্যে স্কোয়াশের বীজ, মালচিং পেপার, ফেরোমন ফাঁদ, স্টিকিট্র্যাপ এবং জৈব ও রাসায়নিক সার প্রদান করেছে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পিএসকেএস নিজস্ব কৃষি অফিসারের মাধ্যমে সদস্য কৃষকগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। অপরিচিত ও অপ্রচলিত সব্জি হলেও এটি আবাদে কৃষকরা আর্থিকভাবে বেশী মুনাফা পাবে বলে জানিয়েছে সরকারী কৃষি বিভাগ।

স্কোয়াশ চাষি জিয়াউল হক বলেন,বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি এক বিঘা জমিতে পরিক্ষামুলক ভাবে মালচিং পদ্ধতিতে স্কোয়াশ করে অনেক ভাল ফলন পাচ্ছি। বাজারে দামও ভাল। খরচের দিগুণ টাকা আয় করা যাবে। পিএসকেএস আমাকে বীজ এবং মালচিং পেপার দিয়ে সহায়তা করেছে। আমি ◌্ওই সংস্থার কৃষি অফিসারের পরার্ম অনুযায়ী আবাদ করেছি। আগামীতে আরও বড় পরিসরে স্কোয়াশ আবাদ করবো।

পুষ্টিবিদ জান্নাতুননেছা জানান,স্কোয়াশে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, অন্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন-সি, ম্যাঙ্গানিজ, বিটা ক্যারোটিন ও লুটেইন, ফোলেট কপার, রিবোফ্লাবিন, ফসফরাস, ক্যারোটিনয়েডস ও পটাশিয়ামের মত মানব দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সমূহ। যা’ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, অ্যাজমা, ডায়াবেটিস ও হার্ট-এর রোগ থেকে রক্ষা করে। ক্যান্সার প্রতিরোধে স্কোয়াশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা’ দেহের ফ্রি র্যাডিকেলস দূর করে এবং বিটা ক্যারোটিন ক্যান্সারের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে দূরে রাখে আমাদের।

কৃষকদের সহায়তাকারি বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন জানান,স্কোয়াশ চাষসহ বিভিন্ন জেলার কৃষকদের নানা প্রশিক্ষণ,বীজ ও বিভিন্ন উপকরণ বিনামুল্যে বিতরনের মাধ্যমে উন্নত সবজি আবাদে সহায়তা করে আসছে পিএসকেএস। এছাড়াও কীনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সবজিকে স্বাস্থ্য সম্মত করতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন পরামর্শ ও ক্ষতিকারক পোকামকড় দমনে সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত আবাদ করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এমন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে।